বাগাই ব্রত।

পৌষের হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন ধানের শীষগুলি বিস্তৃত মাঠের উপর ঢেউ খেলিতে থাকে তখন চাষাদের আনন্দ আর ধরে না। তাহাদের সম্বৎসরের আশা ভরসা ঐ ধানের ঢেউএর সহিত নাচিতে থাকে। কিন্তু যখনই মনে হয় যতক্ষণ ঘরে না উঠে ততক্ষণ ত বিশ্বাস নাই, তখনই আনন্দ-ঢেউগুলি থামিয়া যায়—একটা ভারী পাথর আসিয়া চাপিয়া ধরিতে চায় মনে হয় "যদি বর্ষে পৌষে" পৌষে বৃষ্টি হইলে ত পাকা ধানে মই পড়িবে ("কড়ি হয় তুঁষে") সম্বৎসরের ধন—বৎসরের খোরাক, জমিদারের খাজনা, পুত্র-কন্যাদের উত্তম বসন—সকলই যে তাহা হইলে সেই জলের ধারার সহিত মাটিতে মিশিবে। কিন্তু 'আশৈশবং প্রাণিনাম্ অবলম্বনম্' আশায় পুত্রহীনা জননীকে সজীব করে, আশার পথ চাহিয়া মাতাপিতা শরীরের রক্ত জল করিয়া সন্তান পালন করেন, তাহারা বড় হইয়া তাঁহাদের মুখ উজ্জ্বল করিবে। কোনটী আশার মত ফল হয়, কোনটী হয় না—মানব-জগৎ তাহা জানে তবুও আশা—আশা করিয়া মানুষ ভবিষ্যৎ জীবনের দিকে চলিয়াছে। আশা না থাকিলে বোধ হয় জগৎ চলিত না, তাই ঈশ্বর 'আশা' মানব-হৃদয়ে দিয়াছেন। এই আশার বলেই কৃষক পৌষ মাসের অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে। পৌষের সঙ্গে তাহারা মাথায় গামছা বাঁধিয়া 'কাস্তে' হাতে ধানের শীষের মাঝে নামিয়া পড়ে—মনে তখন তাদের কত আনন্দ। ভোর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেবল সপ্ সপ্ শব্দ আর ধীরে ধীরে ধানের সেই সোণালি সমুদ্রের হ্রাস। ঠিক যে দিন হইতে কৃষাণ ধান কাটিতে আরম্ভ করে, সেই দিন হইতে সন্ধ্যার সময় দলে দলে গৃহস্থ বালক—কেবল বালক কেন যুবকেরাও "বাগাই ব্রতের" মাগন মাগিতে বাহির হয়। প্রতি দলে বালক-সংখ্যা ১০ হইতে ২০ পর্য্যন্ত। প্রতি দলে একজন করিয়া চাঁই বা সর্দ্দার থাকে। এই সকল দল প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় ছড়া গাহিয়া বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। যাহার যাহা ইচ্ছা তিনি তাহাই দেন—চাউল, আলু, ডাল, মশলা, পয়সা—যাহা ইচ্ছা দিন ইহারা তাহাই লইবে। ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যগুলি তাহারা একজন মোড়ল বা মাতব্বর লোকের নিকট জমা রাখে।

ভিক্ষা করিতে কোন গৃহস্থের বাটী আসিলে সর্দ্দার বালক কোন একটি

ছড়া (নিম্নে তাহার কয়েকটী উদ্ধৃত করা গেল) এক এক পংক্তি গাহিয়া যায়, অপর বালকেরা তাহা সমস্বরে (কোরসে) গাহিয়া উঠে। সাধারণতঃ ইহারা প্রত্যেক বাড়ীতে একটির অধিক ছড়া গাহিতে রাজী হয় না, তবে অধিক ভিক্ষার আশায় ২।৩টীও গাহিতে স্বীকার পায়। এই ভিক্ষা একটি উৎসব,—ধান গোলায় উঠিতেছে সেই আনন্দ-প্রকাশ ও প্রকারান্তরে সকলকে জ্ঞাত করানই এই উৎসবের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। তবে ইহা বাঁধাবাঁধি নিয়মে অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া ব্রত বলা যায়। এই ব্রত "বাগাই ব্রত" বলিয়া কেন খ্যাত হইল, তাহার সন্তোষজনক উত্তর কেহ দিতে পারেন নাই। অনেকে অনেক কথা বলেন ; কেহ বলেন 'বাগা' নামে কোন এক ব্যক্তি প্রথম এই ব্রতের অনুষ্ঠাতা, তাহার নাম হইতে 'বাগাই ব্রত' নাম হইয়াছে। আমার (ছড়াগুলির অর্থ হইতে) বোধ হয়, পূর্ব্বে যখন দেশ জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল, সন্ধ্যার সময় ব্যাঘ্র জঙ্গল হইতে গ্রামে আহার-অন্বেষণে আসিত, শীতকাল ধানের সময় মাঠে লুকাইবার সুবিধা এবং থাকিবারও সুবিধা এবং গ্রামে অত্যাচার করিবার সুবিধা। সুতরাং ব্যাঘ্র যাহাতে সন্ধ্যার সময় বা রাত্রে গ্রামে না প্রবেশ করিতে পারে, এজন্য বালকেরা দলে দলে চীৎকার করিয়া বেড়ায় তবে বাজে চী ার না করিয়া সুর করিয়া ছড়া গাহিয়া বেড়ায়। চীৎকার শুনিলে ব্যাঘ্র আসিতে সাহস করে না। বালকেরা অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ছড়া গাহিয়া বেড়ায়। ব্যাঘ্র তাড়াইবার জন্য ব্রত বলিয়া ইহা বাগাই ব্রত বলিয়া খ্যাত।

বাগাই বা বাঘাই ব্রত, নাম যাহাই হউক না কেন, এই ব্রতটী পৌষমাস ব্যাপী উৎসব। এই উৎসবে যোগদাতারা সাধারণতঃ গৃহস্থ বা চাষী বা রাখাল বালক। এতক্ষণ বলা হয় নাই, এই ব্রতটী ময়মনসিংহ জেলায় অনুষ্ঠিত হয়। বালকেরা এক মাসের সঞ্চিত চাউল ডাইল, ইত্যাদি লইয়া মাসের শেষ দিনে চড়ুইভাতি বা বনভোজন করে। বেলা ১১।১২টা হইতে পাকাদি হইতে থাকে, আহারাদি শেষ করিতে রাত্রি ১০।১১টা হয়, অবশিষ্ট রাত্রিটী ইহারা গীত-বাদ্য, নৃত্যাদিতে কাটাইয়া দেয়। সাধারণতঃ মাঠেই এই ভোজ হয়, ভোজে গ্রামস্থ ব্যক্তিরাও নিমন্ত্রিত হন। অনেক স্থলে ভদ্রলোকদিগেরও এই উৎসবে যোগদান করিতে দেখিয়াছি, তবে তাঁহারা রাখাল-বালকদের মত ছড়া গাহিয়া বেড়ান না।

ইহারাও সন্ধ্যার সময় দল বাঁধিয়া বাহির হন, তবে পরিচিত বাড়ীতে "আড্ডা" দিতে থাকেন। ইঁহারাও বনভোজন করেন তবে ইঁহাদের খরচ ১০০৲।১৫০৲ পর্য্যন্ত হয়। সকল দেশেই এই প্রকার একটি না একটি উৎসব বর্ত্তমান আছে —তবে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নাম। ইংলণ্ডে (May-day) " মে ডে" উৎসব ইহার রূপান্তর বলিলে বোধ হয় ভুল হয় না। ঢাকা জেলায় এই প্রকার ব্রতকে "থেতাব্যাতা ব্রত" বলে। ঢাকায় অল্পবয়স্কা বালিকারা, সংখ্যায় ২।৩ জন করিয়া এই ব্রতের 'মাগন' মাগিতে বাহির হয়, তাহারা রাত্রে বাহির হয় না, প্রাতেই তাহাদের ভিক্ষার সময়। ইহারা ছড়া গাহে না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কোন গৃহস্থের বাড়ীতে আসিয়া সর্দ্দার বালক একটী ছড়ার এক এক পংক্তি গাহিয়া যায়, অপর বালকেরা তাহা সমস্বরে গাহিয়া উঠে। কিন্তু ছড়া আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ও ছড়া শেষ হইলে "থুবো, থুবো" বলিয়া থাকে। এই কথা দুইটী যেন সন্ধ্যা-আহ্নিক বা পূজার পূর্ব্বে ও শেষে আচমন হইল। আমি যে পর্য্যন্ত এই সকল ছড়া সংগৃহীত করিতে পারিয়াছি, তাহা বালকেরা যে উচ্চারণে গাহিয়া থাকে অবিকল সেই ভাবেই লিখিলাম।

১। "থুবো,—থু—বো,
আইরে বাই(১) অরুণি, মাও(২) লক্কির(৩) চরণি,
মাও লক্কি দিল্যাইল্ বর,
চাউল কুরাটী(৪) বাহির কর,
চাউল দিবি না দিবি কড়ি,
তোরে করবাম্ লড়িদড়ি,(৫)
লড়িদড়ি সামরে,
সুনার(৬) মুডুক(৭) বানরে
সুনার মুডুক রূপার থালা,
এইগোর(৮) কানি দ্যেক্‌তে বাল্লা,(৯)
সর বলে ঘরণী, মাই বলে ছাঁটুনী,
কি গো মাই বিরামণ, আমারে দিবাইন্ কত মণ,
আমিত মাগিয়া কাই, বাগায়ের বয়ে আঁৎকাই,

---

(১) ভাই (২) মা (৩) লক্ষ্মী (৪) কুঁড়াটি (৫) লণ্ডভণ্ড (৬) সোনার (৭) মুকুট (৮) ইহাদের (৯) ভাল

বাগাই গেছে নাগাইপুর, কিন্ন্যা আন্‌ছে চাম্পাফুল,
আমার বাড়ী মথুরাপুর,—আইতে বাইতে অনেক দূ
সাম্‌নে সু——মু——দ্দু——র,
খুবো খুবো"

২। "খুবো,- -খু--বো'
ছিকা নরেরে বাই ছিকা নরে.
ঝাপ্ ঝাপাইয়া ট্যাহা পরে.
এউক্যা ট্যাহা পাইলাম রে.
বাইন্যা বারী গেলাম রে,
বাইন্যা বারী বেঙ্গের ছাও.
গাতুর গোতুর করে রাও,
শীতলি—লো—শীতলি,
খোলার পিঠা করলি,
খোলার পিঠা পোলায় কাইচে,
শীতলি রে বাগে কাইচে,
ফাল দিয়া বুরী ঘর অ গেছে ।
খুবো—খুবো ।"

৩। "খুবো—খুবো
কুরা বলে কুরুনী, এবার বড় বান,
খুইট্টা খাবার ধান,
ধান কাবি না কাবি চাউল, কাবি বেঙ্গের লারু.
দুই আত বইর‍্যা দিমু সুবর্ণেরই খারু,
সুবর্ণেরই খারুর মধ্যে দুইড্যা রাঙ্গা ধান.
কুথায় গিয়া পামু আমি পদ্মজবা গাং,
পদ্মজবা গাং দিয়া হাতখান ডিঙ্গা চলে,
আরাই কুরী বাচ্ছা লইয়া কুরী রাও বলে,
কুরা গ্যাচে ধান খাইতে, কুরীরে মার্‌চে বাগে,
হ্যাল কুরা হাইজা আইচে, ফুল মাণিকের আগে,
ফুলমাণিক উইড্যা বলে,—কই যাওরে বাই,
রাজার কান্দ ডাল ফেইল্যা,—বাগ্ মার্‌তে যাই,
এক বাগ মার্‌লাম—চিৎলারই চরে,
আর এক বাগ মারলাম মিতলারই চরে,
আর এক বাগে মারিতে,—বাগে করিল খোটী—
একই দৌড়ে দিয়া উঠলাম গো সুশগরের বাটী ।—
খুবো—খু—বো ।"

৪। "খুবো,—খুবো,
আত্তীর কান খুলবুল করে,
লাফ দিয়া লাফ দিয়া বরুই পারে,*
একটা বরুই মুনিয়া,
মাগন দেইন গো চিনিয়া,
আইলাম রে বাই অইর‍্যা,
আত্তীর কান্দ চইর‍্যা,
আত্তীর কাণ খুল্ বুল্ করে,
লাফ্ দিয়া লাফ্ দিয়া কলা পারে,
একটা কলা মুনিয়া,
মাগুন দেইনগো চিনিয়া,
*　　*　　*

৫। "খুবো, খুবো"
আমুক পাল না শামুক পাল,
আমরা দুইট্টা চ্যাংরার পাল,
হাঁতে পারে কষ্ট পাই,
মাগুন দেইন্ গো চইল্যা যাই।
খুবো, খুবো।"

৬। "খুবো, খুবো,
ছিকা নরে নরে,
ঝারে ঝারে ট্যাহা পরে,
একডা ট্যাহা পাইলাম রে,
বাইন্যা বারী গেলাম রে,
বাইন্যা বারী ঘুঘুর বাসা,
নুন খাওয়ায় তারা মাসা মাসা,
হেস্তে নুন কিন্যা খায়,
পান্তা বাত ছিল বলরায়,
কেরে বাই কের কেবায়,
কের্ কেরাতী লাগ্‌লো হোর,
কে কে যাবি বিরামপুর,

* দ্বিতীয় পংক্তিতে 'বরুই' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, অষ্টম পংক্তিতে 'বরুই' স্থানে 'কলা' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই ভাবে ব্রতীর প্রিয় খাদ্যের নাম বসাইয়া বসাইয়া ছড়াটী আরও ইচ্ছামত দীর্ঘ করিতে পারা যায়।

বিরামপুর পাইক পারা,
তিন ছয় আঠার ঘুরা,'
ঘুরার ঘুরায় তইর‍্যা নিবে,
চাউল গুড় দুই থুইজ্যা দিবে,
চাউলের বাত আজি গজি,
ওহে মাগবের ঝি ঘরে বইস্তা কর কি ?
সোণার লাঙ্গল রূপার কাল,
গাই বলদে জুরুছে হাল,
গায়ের নাম চামুরা,
বলদের নাম ও—মু—রা।
থুবো—থুবো।"

৭। "থুবো, থুবো
এই বাড়ীর গিরস্থরা বড় বাগ্যিমান্,
আমাগো নাগিয়া রাইখ্যা থুইচে, চাইর কুইল্যা ধান,
চাইর কুইল্যা ধান পাইয়া হগল রাখাল বলে,
এই বারীর গিরস্থর সুনার চাল্ ফলে,
ওরে, সুনার চাল্ থাহেরে বাই কইলকাত্তা সহরে,
ট্যাহা আনে বুঝা বুঝা সুনা নাই তাতে,
এক দুই কইর‍্যা রে সোনা রাও বিয়ার যুগ্য অইল,
চতুর্দ্দিক থনে তার সম্বন্ধ আসিল।
যাও যাওরে মালী ফুলের নাগিয়া;
গেন্দা ফুল আনরে মালী সাজিটী ভরিয়া,
হেই ফুলে অইল নারে সুনা রায়ের বিয়া,
যাও যাওরে মালি ফুলের নাগিয়া,
মোরগ ফুল আনরে মালী সাজিটী ভরিয়া,
হেত্ত ফুলে অইল নারে সোনা রায়ের বিয়া,
যাও যাওরে মালী ফুলের নাগিয়া,
গুলাপ ফুল আনরে মালী সাজিটী ভরিয়া,
* * * * *

(এই স্থানে ইচ্ছামত ফুলের নাম বদলাইয়া বসাইয়া, ছড়াটী যত ইচ্ছা দীর্ঘ করা যায়)।

যাও যাওরে মালী ফুলের নাগিয়া,
ধান দুবলা আনরে মালি সাজিটী ভরিয়া,
ধান দুবলা দিয়া অইল সোনা রায়ের বিয়া।
থুবো—থুবো।"

৮। "থুবো থুবো
ঢাল ঢাল ফচুর পাতা তাতে ফালাইলাম ছাই,
আণ্ডী আইয়ে ঘুরা আইয়ে ফুলমাণিকের রাই,
ফুলমাণিকের বাই নারে উড়াইল্যা কউতর,
উড়িতে উড়িতে গেল খোপের ভিতর,
খোপ নারে খোপ না হাত জুরা পিত্তল,
হাত জুরা পিত্তল দিয়া বাঁধাইলাম নাও,
হেই নাও চইর‍্যা যাব দেবী দুর্গা মাও,
দেবী দুর্গা মাও নারে হা—সি—তে,
কালা কালা দুড্ডা ছেরি লাগে নাচিতে।
থুবো—থুবো"

এই সকল ছড়ার অধিকাংশেই দেখা যায় যে গৃহস্থকে ভয় দেখাইয়া অথবা লোভ দেখাইয়া ভিক্ষা দিতে ইচ্ছুক করিতেছে। কোন কোনটিতে এমন ভাবও আছে যে বালকেরা আসিবার পূর্ব্বেই তাহাদের জন্য প্রচুর ভিক্ষা লইয়া গৃহস্থ অপেক্ষা করিতেছে। চলিত কথায় এগুলিকে 'বাগাইএর ছিক্কা' বলে। এই সকল ছড়া সকল-গুলিই বালকদের নিজেদের প্রস্তুত। পুরুষানুক্রমে মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে। বালকেরা বড় হইলে আবার অপর বালকেরা তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া লয়। সময় সময় যুবকেরাও এই ব্রতে যোগদান করে। গ্রামেই উৎসবটী সমধিক প্রচলিত। সময় সময় গ্রাম হইতে সহরের ভিতরও ইহারা ভিক্ষা করিতে আসে। কোন কোন গৃহস্থের স্ত্রীলোকেরা এই ভিক্ষা-প্রার্থী বালকদিগকে ছড়ায় প্রশ্ন করেন, বালকেরা ছড়ায় তাহার উত্তর দিতে বাধ্য। তবে সচরাচর বালকেরা এরূপ বিপদে বড় পড়ে না। পশ্চিম বঙ্গেও কৃষকেরা এই প্রকার উৎসব করে, তবে এই প্রকার ভিক্ষার্থে বাহির হয় না। সমুদায় ফসল উঠিলে তাহারা 'নবান্ন' করিতে প্রায় এই ধরণের উৎসব করে। "তাক-সংক্রান্তির" দিন কৃষকেরা খুব ভোরে পূজোপকরণ লইয়া ধানভরা মাঠের মধ্যে দাঁড়াইয়া তিনবার চীৎকার করিয়া বলে—

"আশ্বিন যায় কার্ত্তিক আসে
মা লক্ষ্মী সাধ খাওসে, ছই,—ছই—ছই।"

নবান্নের দিন কৃষকদের বেশ উৎসব হয়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি ব্যাঘ্র তাড়াইবার জন্যই বোধ হয় এই ব্রতের অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল। নিম্নলিখিত ছড়াগুলি হইতে তাহার সমর্থন করা যাইতে পারে।

৯। "থুবে, থুবো,
ও—ই—দই,
গোয়ালে মারিয়া না খাইল দই,
তেলীরে মারিয়া না মারিল তেল,
আমার বাগাই রায় বাসে গেল,
রায় বাসের হাটে গিয়া বিক্ষারি সাগর,
তা দেইখ্যা লক্ষীন্দর অইল পাগল,
লক্ষীন্দর লক্ষীন্দর কি কাম করিলি,
পৌষ মাসেতে বাগায়ের বিক্ষা মাগিলি,
পৌষ মাসেতে খাহে হাঁড়ি ভরা ঘি,
চাউল কুরাটী বাহির করত গিরস্থর ঝি।
থুবো থুবো।"

এই ছড়াটী হইতে 'বাগাই ব্রতের' অনেক তথ্য পাওয়া যায়। এই ছড়াটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া আমার বোধ হয়।

১০। থুবো,—থুবো.
আয়রে বইন্ সকল জলেরে যাই,
জলেরে গিয়া ছিরি ফল কাই,
ছিরি ফল কাইয়া কুটাইলাম কাঁটা,
আইজ অইতে ফুরাইল সতীনের খুঁটা.
সতীনের খুঁটা নারে যায় বহুৎ দূর,
মেলিয়া মারিলাম চাঁম্পা ফুল,
চাঁম্পার ফুল বাই ডালেতে শুকায়,
ডাব নারিকেল দিয়া মাইঞ্জা উঠায়,
আন্‌রে ডাব্ আন কলাগাছ চইর‍্যা,
হাতটী কিল মারি তোর মাইগুা বইর‍্যা,
বাগায়ের ভিক্ষা তুমি দাও নাই ক্যান্,
আজ ঘরে গিয়া তুমি খাইবা ফ্যান্।
থুবো,—থুবো।"

১১। "থুবো—থুবো
হুতুর,—হুতুর,
জঙ্গিলা পুরের ছেলে খাইল বারীর বিতর,

জঙ্গিলা পুরের ছেলে দেইখ্যা যেবা করে হেলা,
হাতে পায়ে তার কুট হয় চক্ষে পড়ে ঢেলা,
ঢেলা নড়ে ধুলা পরে চক্ষে পরে জল,
শাস্ত কুরা চাউল দিছে অস্ত খানে চল,
বাগা মায়া দিত না এগোরে কোন ডর,
এইখান থনে দেহা যায় সুনা রায়ের ঘর,
সোনা রায়ের ঘর নারে দিদি আছে ঘরে,
কত কি রাইখ্যা থুইচে দিব আমাগোরে,
ভাত আনে পুরী আনে নব লক্ষ্মী গাই,
হেই গোর দুধ দিব যত আমরা চাই,
নব লক্ষ্মী গায়ের নব কালা বাছুর,
এই গিরস্থর যত দুঃখ হইল—দূর,
সুজন গোয়ালার বাই অইল বড় কামরা,
বাটী বইয়া আনিল কত বাগেরই চামরা,
বাগেরই চামরা দিয়া মারিলাম বাড়ী,
সাত দিনের মরা গরু পায়ে লড়া লড়ি।
থুবো—থু—বো।"

১২। "থুবো—থুবো,
আইট্টা কলা ডিঙ্গল পার,
ঘর গোষ্ঠির সেলাম থাক্,
লাও বাঙ্গলা কলা বাড়ী,
কলা বাড়ী ধলা লাও
হেই গোর ঘরে নিম ছাও (গাছ),
নিম ধরে ওসাইয়া,
হাত চাম্পা বসাইয়া,
হাত চাম্পা করবী ফুল,
বারীর মাথায় নাই চুল,
হেই হেই বারী ফুল পিন্দে,
হেজের কাঁটায় কান্ বিন্দে,
হেজের কাঁটায় লুহার বিষ,
মাইগ্যা পাইলাম কুরা বিশ,
ধান গুটা পাইয়া, বামন বারী যাইয়া,
কামলা লইলাম চাইয়া, কামলা গেল পলাইয়া
আমরা লই বুঝা বইয়া।
যেনা দেয় বোগায়ের দান,
হেজের পুলা টাইন্যা আন,

হেজের পুলা লয়ে চরে,
পুলা খুইয়া বুড়া ঘরে,
আ পোলা আন্‌রে, বনবাসী বান্‌রে,
বনেতে বিকয়া বাস এই গোর তাঁর লীলা হাঁস,
লীলা হাঁস লাল ডুরা, হাত বারাইয়া লাঙ্গল জুরা,
মাতা বইয়্যা পাইলাম তেল,
শরীর জুরাইয়া গেল।
থুবো—থুবো।"

১৩। "থুবো,—থুবো,
বাইন্যা বারী বাগের ছাও,
হাপুৎ হুপুৎ (হামুদ্ হুমুদ্) করে যাও,
একটা বাঘ সরু,
বন্দে মারে গরু,
তার বাই ডেরা,
তার বাই সেরা,
হাত জন রাহালে দিল বেরা,
বাঘ খান খাড়া অইল টেরা,
একহান রাখাল মারল,
হেই হান্ দিয়া বাঘ পলাইল,
বাগের বয়ে আঁৎকাই, মাগুন দেইন্ গো চইল্যা যাই।
থুবো—থুবো।"

শ্রীহরিসাধন গঙ্গোপাধ্যায়,
চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী।